দৈনিক
জনকণ্ঠ

7 APR 2003

শিক্ষাব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিকীকরণ

শেষ পর্যন্ত উপসচিবদেরও বসিয়ে দেয়া হচ্ছে অধ্যাপক পদে! যে আমলাতান্ত্রিকতা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দুর্ভোগের মূলে, তা অজগরের মতো গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেও গ্রাস করতে বসেছে। বলা হয়ে থাকে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আমলাতন্ত্রের নোংরা কদর্য হাত সেই মেরুদণ্ডকে কলুষিত করলে, তার নিজস্ব শক্তিটুকু হরণ করে নিলে তা আর কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ আমলার স্বেচ্ছাচারিতার কারণে নাকি শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সর্বত্র 'কৌশলে প্রশাসন-ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বসিয়ে দেয়ার অঘটন ঘটছে। এতে সরকারী কলেজসমূহের শিক্ষক সমাজ স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ব্যানারে আন্দোলনে নামছেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে পলিটেকনিক এবং মাদ্রাসার শিক্ষকরা, এমনকি শিক্ষা প্রশাসনের ননক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন।

কথায় বলে, যার কাজ তারে সাজে, অপরের লাঠি বাজে। আরও প্রচলিত পরিহাসও রয়েছে, যেমন বিশেষ প্রাণী দিয়ে কী ধান চাষ করা যায়! ইত্যাদি। কিন্তু সেসব সুবচনে কান দেবার মতো প্রশাসন কোথায়! দেশে যে-প্রশাসন চালু রয়েছে, তার চারিত্র্যই তো আমলাতান্ত্রিক। সাধারণ প্রশাসনের গণতন্ত্রায়ন স্বাধীনতার তিন দশক পরেও হলো না। গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমে আমলাতান্ত্রিকতা ও একশ্রেণীর আমলার স্বেচ্ছাচারিতার রাহুগ্রাসে চলে যাচ্ছে।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপসচিবদের মধ্যে এ যাবত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি হিসাবে ডাম্প করে রাখা ৪১ জনকে গত মাসের শেষদিকে হঠাৎ করেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১২ জনকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের একদিনের মধ্যে প্রত্যাহার করে নিয়ে সেসব পদে পোস্টিং দেয়া হয়। সেইসঙ্গে বাকিদের নাকি বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, অধিদফতর ও পরিদফতরের গুরুত্বপূর্ণ সব পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। তোগলোকী নীতির একটা সীমা তো থাকবে! মন্ত্রী নাকি ১২ কর্মকর্তার পদায়ন বাতিলের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, এ ধরনের কাণ্ড আদৌ ঘটবে কেন? শুধু ঐ পদায়ন বাতিল করলেই কি এ-জাতীয় স্বেচ্ছাচারী প্রবণতার পুনরাবৃত্তিরোধ নিশ্চিত হতে পারে?

প্রকৃতপক্ষে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে কোন্ উদ্দেশ্যে আমলাতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার চেষ্টা চলছে, তা দেখা দরকার। বিসিএস শিক্ষা সমিতির বক্তব্য হচ্ছে, এটা তাদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া বাস্তবায়ন না-করারই একটা প্রচেষ্টা। প্রশাসনের ক্যাডার বসিয়ে শিক্ষা ক্যাডারদের নিয়োগের পথ রুদ্ধ করে ফেলা এবং মেধাবী শিক্ষকদের শিক্ষকতা পেশায় আসার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করার এটা একটা ষড়যন্ত্র বলেই সমিতি মনে করছে। ইতোমধ্যে আগামী ১০ এপ্রিলের মধ্যে শিক্ষা-প্রশাসন থেকে উপসচিবদের পদায়ন বাতিলের আলটিমেটামও সমিতি দিয়েছে। আমরা মনে করি, বিষয়টি জটিলতর রূপ নেয়ার আগেই ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এর সুরাহা করা দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে একান্ত জরুরী।

এদেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, এজি অফিসের গাফিলতি ইত্যাদির কারণে মাসের পর মাস হাজার হাজার শিক্ষককে নিয়মিত বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাছাড়া, বিভিন্নরকম নিয়োগ, পদোন্নতিতে অনিয়ম ঘটানোর বহু ঘটনাই ঘটে চলেছে। সাম্প্রতিককালে পত্রিকান্তরের এক তথ্যে প্রকাশ, লেখাপড়ার মানের অবনতির কারণে দেশের আড়াই থেকে তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, মেধার চাইতে অর্থই শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় ও নিয়োগের প্রধান নিয়ন্তা বলে সমাজে রূঢ় সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। সব মিলিয়ে দেশে আদর্শ শিক্ষক ও সুশিক্ষার প্রতিষ্ঠান নানাভাবেই দুর্লভ করে তোলা হচ্ছে। আমলাদের শিক্ষকতায় নিযুক্তি দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের সে-দারিদ্র্যকেই ভয়ঙ্করভাবে প্রকট করে তুলবে। জাতির অনুন্নয়নের কফিনে কি এভাবে শেষ পেরেক ঠোকার আয়োজন চলতে থাকবে?